দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 3 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ২ ...

পাঠককুঞ্জ

সমস্যার পাহাড়ে ঘেরা দেশের আলিয়া মাদ্রাসা

ইসলামী শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে আলিয়া মাদ্রাসা কালজয়ী এক অবিস্মরণীয় আন্দোলনের নাম। স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান সেনাকুঞ্জ। সুনাগরিক, দক্ষ প্রশাসক ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে এটা নবীন সূর্যের তোরণদ্বার। দ্বীন প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার এক জ্বলন্ত উদ্দীপক। যার সুত্রবীজ রোপিত হয়েছিল ১৭৮০ সালে 'কলিকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়া' নামে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর প্রসিদ্ধ ছাত্র মাওলানা মোল্লা মজদুদ্দীন সাহেবকে হেড মাওলানা নিযুক্ত করে এ আলিয়া মাদ্রাসার যাত্রা শুরু। অতঃপর ১৮৫০ সালে ড. এ. স্প্রেংগারকে প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আর ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা খান বাহাদুর কামাল উদ্দীন আহমদ হন প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ। ১৮২১ সালে কলিকাতা টাউন হলে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। স্যার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস অধ্যক্ষ থাকাকালে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে আর্লে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৯ সালে হাদীস ও তাফসীর বিভাগ নিয়ে সর্বপ্রথম (টাইটেল) কামিল ক্লাস খোলা হয়। এরপর নওয়াব স্যার শামসুল হুদা শিক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯২৬ সালে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং ১৯২৭ "বোর্ড অব সেন্ট্রাল এগজামিনেশন" নামে সর্বপ্রথম একটি মাদ্রাসা বোর্ড গঠিত হয়। যার প্রথম চেয়ারম্যান ছিল মুসলিম জনশিক্ষার সহকারী পরিচালক (পদাধিকার বলে) ও প্রথম রেজিস্ট্রার কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (পদাধিকার বলে) শামসুল উলামা খান বাহাদুর কামাল উদ্দিন আহমদ। এ বোর্ড ওল্ডস্কীম মাদ্রাসাসমূহ, সিনিয়র আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত এ মাদ্রাসা কালক্রমে এক বিরাট মহীরূহ ধারণ করে দেশের সর্বত্রই এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় প্রেক্ষাপটে কল্যাণকর অন্যান্য অবদান নিয়ে আজ এ মাদ্রাসার সেবাকার্য বহতা নদীর স্রোতের মত প্রবাহমান। পলাশী বিপর্যয়ের পর বৃটিশ ও তাদের সেবাদাসদের সীমাহীন অত্যাচার ও লোমহর্ষক নির্যাতনে মুসলিম জাতির অস্তিত্ব যখন মৃত্যুপ্রায়, মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকা যখন ছিল অগ্নিপরীক্ষা, দেশী-বিদেশী শাসক-শোষকের অসহনীয় জ্বালাতনে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা ছিল যখন অত্যন্ত করুণ, তখনই মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিম-ওলামাগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বৃটিশবিরোধী আন্দোলন, ফারায়েজী আন্দোলন, আযাদী আন্দোলন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনে আলিয়া মাদ্রাসার চেতনায় উজ্জীবিত আলেমরাই ছিল সামনের কাতারের অকুতোভয় বীর সেনানী। হাজী শরীয়ত উল্লাহই বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন এবং তিনিই প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দেন। তার ফারায়েজী আন্দোলনই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলসূত্র। হাজী শরীয়ত উল্লাহর উত্তরসূরি তিতুমীর ১৮৩১ সালে ১৪ নভেম্বর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ হারান। মুক্তিযুদ্ধের এ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ইতিহাসে তিতুমীরই প্রথম শহীদ।

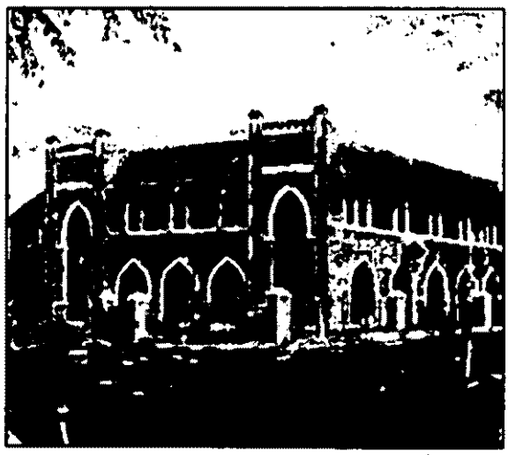

১৮৫৭ সালে শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহে স্থানীয় ইংরেজ সরকার - কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়াকে রাজদ্রোহের লালনক্ষেত্র আখ্যা দিয়ে ১৮৫৮ সালে 'বাংলার গভর্নর স্যার' ফ্রেডারিক মাদ্রাসাই আলিয়াকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য এক রিপোর্ট (কেন্দ্রীয়) সরকারের নিকট প্রেরণ করে এবং মাদ্রাসার হেড মাওলানা মোহাম্মদ ওয়াজী সাহেবকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠান। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার দাবীতে তমদ্দুন মজলিশের নেতৃবৃন্দ ছিল ভাষা আন্দোলনের অগ্র সৈনিক।

একটি সুদৃশ্য মাদ্রাসা

সাম্প্রতিককালেও আলিয়া মাদ্রাসার ভূমিকা প্রশংসনীয়। আদর্শ সমাজ গঠন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সন্ত্রাস দমনে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম সমাজ অত্যন্ত সোচ্চার। এ ধরনের হাজারো আকাশ ছোঁয়া অবদান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও আলিয়া মাদ্রাসার অস্তিত্ব আজ চরম হুমকির মুখে। ২০০৬ সালে ১১ অক্টোবর জাতীয় সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন/১৯৮০ সংশোধন করে Islamic University (Amendment) Act ২০০৬ নামে একটি আইন পাস করে দেশের সকল ফাজিল-কামিল মাদ্রাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। অর্পিত ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় ফাজিল-কামিল মাদ্রাসার একাডেমিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণের দুই বছর অতিবাহিত হলেও অদ্যাবধি কামিল এম ও পূর্বভাগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেনি। ফলে, প্রায় অর্ধ লাখ ছাত্র-ছাত্রী শুরুতেই সেশন জটের কবলে পড়ল।

১৯০৯ সালে কামিল ক্লাস খোলার পর ছাত্র সংখ্যার অনুপাত নির্ধারণ করে আলিয়া মাদ্রাসায় ২৪ জন শিক্ষক নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীর ব্যাপক বৃদ্ধিতে ২৪-১০-৯৫ সালে দাখিল, আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসার জনবল কাঠামো জারি করা হয়। কিন্তু সেখানে কামিল মাদ্রাসার স্টাফিং প্যাটার্ন না রাখায় কামিল স্তরে কোন শিক্ষকের নিয়োগ কিংবা সরকারী বেতন-ভাতাদি দেয়া হচ্ছে না। ফলে নিয়োগের অভাবে প্রায় দেড়শতাধিক কামিল মাদ্রাসায় অসংখ্য শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় পড়াশুনা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নতুন জনবল কাঠামো তৈরী করলেও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এখন পর্যন্ত তা অনুমোদিত না হওয়ায় কামিল স্তরে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ করা যায়, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার ৪টি কামিল মাদ্রাসার তিনটিতে কয়েক বছর ধরে অধ্যক্ষের পদ শূন্য। কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলায় ৯টি ফাজিল মাদ্রাসার ৬টিতে অধ্যক্ষের পদ শূন্য। ফলে এসব মাদ্রাসায় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে দেখা দিচ্ছে চরম জটিলতা। মাদ্রাসার অধিভুক্ত ও কমিটি গঠনে নেয়া হচ্ছে অনিয়মের আশ্রয়। একেরপর এক অনিয়ম চলতে থাকলে একসময় এসব মাদ্রাসার মঞ্জুরি ও সরকারী বেতন-ভাতাদি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মাদ্রাসা পরিচালনায় রাজনৈতিক ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য করায় সর্বদাই দলাদলি, দলীয় প্রভাব লেগেই আছে। নিয়োগ বাণিজ্য, শিক্ষকদের মাঝে কোন্দল তৈরী, শিক্ষক হয়রানি, অর্থ আত্মসাৎ ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে পড়াশুনার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের উপরে ব্যক্তি স্বার্থের গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অনেক ফায়দা নিচ্ছে। এসবের প্রতিবাদ করলে অহেতুক হয়রানি, অনেক ক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমায় বছরের পর বছর ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। ফলে শিক্ষা ও পাঠদানের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

এছাড়াও মাদ্রাসার ভৌত অবকাঠামো, বেতন বৈষম্য, সরকারী ছাত্রবৃত্তির কোন ব্যবস্থা না থাকাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত দেশের আলিয়া মাদ্রাসাগুলো। স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা না থাকায় মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই এদের অস্তিত্ব রক্ষায়ও উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলো সুবিবেচনায় আনা যেতে পারে। (১) সেশন জট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ও যোগাযোগের সুবিধার্থে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রশাসনিক শাখা রাজধানী ঢাকাতে প্রতিষ্ঠা করা। (২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত জনবল কাঠামো অনুমোদনপূর্বক অধ্যক্ষসহ অন্যান্য পদে নিয়োগ দেয়া। (৩) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিভাগ ও জেলাভিত্তিক যোগ্যতাসম্পন্ন মাদ্রাসা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ দেয়া এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। (৪) প্রতিটি ইউনিয়নে কমপক্ষে দুটি করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাকে প্রাইমারী স্কুলের ন্যায় সমপরিমাণ বেতন-ভাতাদি প্রদান করা। (৫) মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মাঝে বেতন বৈষম্য দূর করা। (৬) ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষার উপকরণ বৃদ্ধি করা। (৭) সরকারীভাবে মাদ্রাসায় ছাত্রবৃত্তি চালু করা। (৮) সকল শিক্ষককে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা। (৯) মাদ্রাসা শিক্ষাকে কর্মমুখী শিক্ষায় পরিণত করা এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। (১০) মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য, ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা, যাতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। (১১) মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটিতে সভাপতিসহ অন্যান্য ক্যাটাগরির সদস্য নির্বাচনে শুধুমাত্র প্রশাসনের লোককেই মনোনীত করা। (১২) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর শতভাগ বেতন-ভাতাদি যেখানে সরকার প্রদান করছে, সেখানে পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা সীমিত রাখা। (১৩) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে নিয়োগ প্রদান করা। এসব প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর অস্তিত্ব রক্ষা পাবে বলে সচেতন মহল মনে করছে।

মাওলানা মিনহাজুল ইসলাম
রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ইমাম ও মুহাদ্দিস, নাগেশ্বরী কামিল মাদ্রাসা, কুড়িগ্রাম